যুগান্তর

তারিখ 7 APR 2009
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় লইয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সরকার ১১ সদস্যের একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করিয়াছে। তাহাদের রিপোর্টের উপর নির্ভর করিবে এই প্রতিষ্ঠানের ভাগ্য। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত যেই সকল পরিবর্তনের লক্ষ্য সামনে রাখা হইয়াছে উহার মধ্যে রহিয়াছে— বর্তমানে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা কলেজগুলিকে বিভাগীয় পর্যায়ের ছয়টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছাড়িয়া দেওয়া এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে বোর্ডের ভূমিকা হইতে বাহির করিয়া একটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের চরিত্রে রূপ দেওয়া। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় লইয়া শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের অভিযোগের অন্ত নাই। দুর্নীতি-অনিয়ম, নিয়োগ-বাণিজ্য, দলাদলি, স্বেচ্ছাচারিতা, শিক্ষার মানোন্নয়নে ব্যর্থতা, প্রশ্নপত্র ফাঁস ইত্যাদি অভিযোগে প্রতিষ্ঠানটির গ্রহণযোগ্যতা শুরু হইতেই প্রশ্নবিদ্ধ। সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রী নিজেই বলিয়াছেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম ও দুর্নীতির মাত্রা অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছিয়া গিয়াছে, দুর্নীতি কমাইতে হইলে উহার অধীন হইতে কলেজগুলি সরাইয়া পূর্বের ন্যায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দিতে হইবে। ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠার পর হইতে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে এই পর্যন্ত ছয়জন উপাচার্য নিয়োগ পাইলেও তাহাদের মধ্যে মাত্র একজন মেয়াদ পূর্ণ করিতে পারিয়াছেন। উপাচার্য ড. ওয়াকিল আহমদকে অপসারণ করা হয় দুর্নীতি ও অদক্ষতার দায়ে। আরেক উপাচার্য অধ্যাপক মোফাখখারুল ইসলামকে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা লইয়া পদত্যাগ করিতে হয়। প্রয়াত উপাচার্য অধ্যাপক আফতাব আহমাদের আমলে পত্রিকায় ভুয়া বিজ্ঞাপন প্রকাশ দেখাইয়া ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাত শত লোক নিয়োগ দেওয়া হয়। বাস্তবে সংবাদপত্রে নাকি কোন বিজ্ঞাপনই দেওয়া হয় নাই। ঐ ভুয়া নিয়োগে কয়েক কোটি টাকা লোপাটের অভিযোগ উঠে। আরেক সাবেক উপাচার্য নিজের, দুর্নীতির খবর সংবাদপত্রে ছাপা হইলেই বিশ্ববিদ্যালয়টির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে গণহারে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেন। এই অনিয়ম-স্বেচ্ছাচারিতায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য অপূর্ণ থাকিয়া গিয়াছে। কলেজ পর্যায়ে অনার্স, ডিগ্রি ও মাস্টার্স প্রোগ্রাম পরিচালনা, দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি, দেশের কলেজগুলির শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং সার্বিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন ছিল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রায় সকল ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠানটি ব্যর্থ হইয়াছে বলা যায়। অবকাঠামোগত নানা দুর্বলতার কারণেও এই বিশ্ববিদ্যালয় জাতির জন্য কোন সুফল আনিতে পারে নাই। পাঠদানের সুযোগ সৃষ্টি না করিয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বহুসংখ্যক কলেজে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্স খোলা হইয়াছে। বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদানের জন্য নাই প্রশিক্ষিত শিক্ষক। আবার বেতন-ভাতা গ্রহণ করিয়াও ক্লাস লইতে হয় না, এইরূপ ৮৬ জন শিক্ষক ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকিবার খবরও সংবাদপত্রে আসিয়াছে। এইরূপ পরিস্থিতিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় লইয়া নূতন করিয়া সিদ্ধান্ত লইবার বিষয়টি অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছিল। তবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা কলেজগুলিকে পুনরায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছাড়িয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখিতে হইবে রাজনৈতিক অস্থিরতায় কলেজগুলির শিক্ষা কার্যক্রম যেন ব্যাহত না হয়। পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশে দীর্ঘসূত্রতার কারণে সেশনজট সৃষ্টি হউক, উহা কাম্য নহে। ছয়টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ১৮ শতাধিক কলেজ পরিচালনা করিতে কতটা সক্ষম, উহা খতাইয়া দেখা প্রয়োজন। সেই ক্ষেত্রে যেন পুনরায় অনিয়ম-দুর্নীতি না ঘটে, তাহাও দেখিতে হইবে। সরকারের সদিচ্ছা থাকিলে এবং অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপের ঘটনা না ঘটিলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজগুলি পরিচালনায় সমস্যা হইবার কথা নহে, যেহেতু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সেই অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। বিগত সরকারগুলি নিয়োগসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ না করিলে আজ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এই পরিণতি হইত না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সকল দলাদলি, রাজনীতি ও দুর্নীতি-অনিয়মের ঊর্ধ্বে রাখিতে হইবে। নতুবা এই ক্ষেত্রে যত পরিবর্তনই আনা হউক, পরিস্থিতির খুব বেশি উন্নতি হইবে না। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় লইয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণে গঠিত কমিটিকে ১৫ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পেশ করিতে বলা হইয়াছে। কমিটির প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বলিয়াছেন, এত বড় ও গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজের জন্য মাত্র ১৫ দিন সময় যথেষ্ট নহে। ইহার সহিত দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের গতিপথ এবং ১০ লক্ষাধিক শিক্ষার্থীর ভাগ্য জড়িত। বিষয়টি বিবেচনা করিয়া কমিটির রিপোর্ট পেশের সময় বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। কিন্তু কোনভাবেই সৃষ্ট সমস্যা জিয়াইয়া রাখা সমীচীন হইবে না। প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়িয়া উঠিবে এবং সকল দুর্নীতি ও দলীয়করণমুক্ত থাকিবে— উহাই প্রত্যাশা।